পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

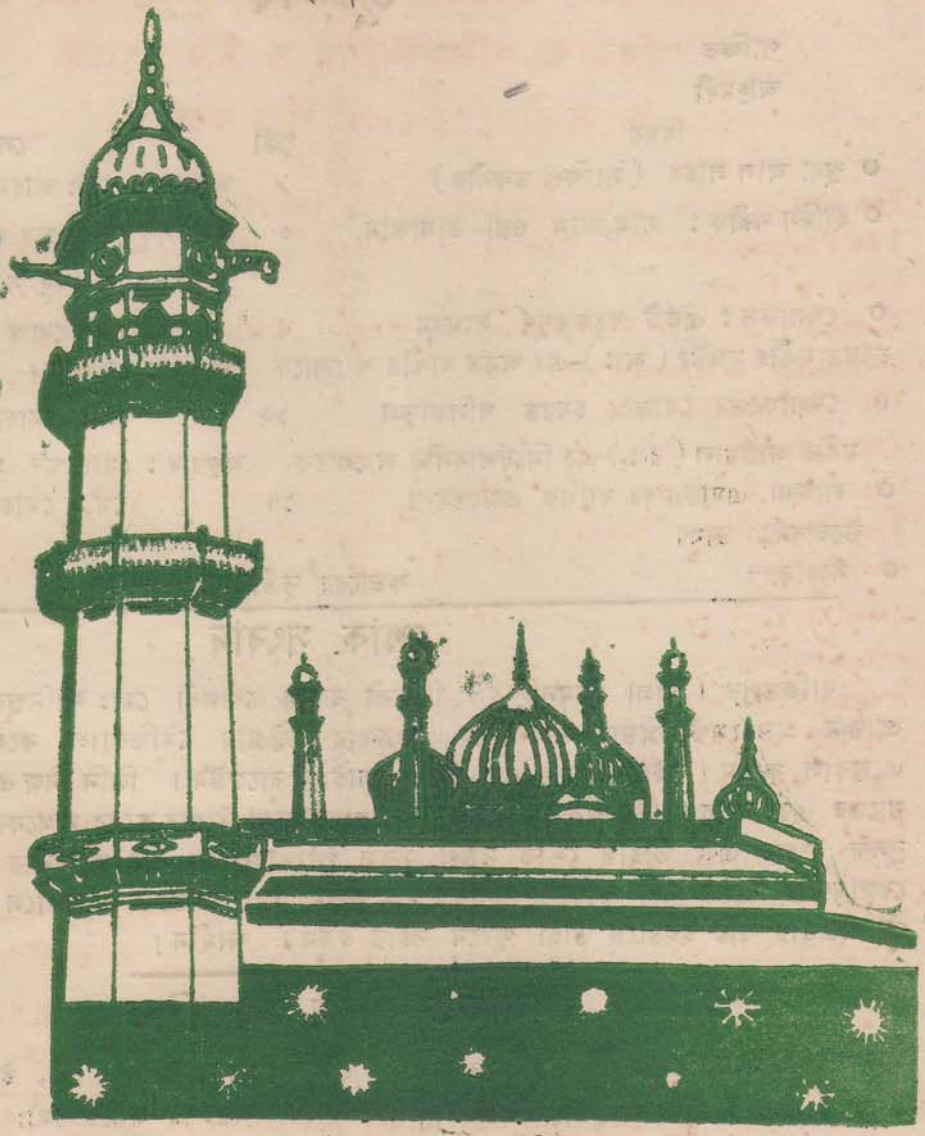

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ২য় সংখ্যা

১৬ ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১ বাংলা : ৩১শে মে, ১৯৭৪ ইং : ৮ই জমাঃ আউঃ, ১৩৯৪ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১০·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

২৮শ বর্ষ
২য় সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
০ সুরা আল লাহব (সংক্ষিপ্ত তফসীর)	১	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ
০ হাদিস শরীফ : সাম,আন ওয়া তায়াতান,	৩	অধ্যাপক বেশারতুর রহমান, (রাব,ওয়া) অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ
০ খেলাফত : একটি বরকতপূর্ণ সংগঠন	৫	মৌঃ দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ
হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর অমৃত বাণীর আলোকে		অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান
০ খেলাফতের মোকাম হযরত খলিফাতুল	১২	মৌঃ মোহাম্মদ ইয়ার
মসীহ আউয়াল (রাঃ)-এর নির্দেশাবলীর আলোকে		অনুবাদ : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
০ লাজনা এমাউল্লাহ্‌র বার্ষিক এজতেমায় উদ্বোধনী ভাষণ	১৭	মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ
০ সংবাদ—		কভারের তৃতীয় পৃঃ

শোক সংবাদ

বাজিতপুর (জিলা ময়মনসিংহ) নিবাসী জনাব মৌলবী মোঃ আনিসুর রহমান সাহেব প্রাক্তন গভর্ণমেন্ট প্লিভার ২৪শে মে, শুক্রবার চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না এলাইহে রাজেউন। তিনি নিজ এলাকায় আহমদীয়াতের এক মজবুত স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার রূহের মাগফেরাত ও দারাজাত বুলন্দ করুন এবং তাঁহার শোক সন্তপ্ত সকল পরিবারবর্গকে এই অপূরনীয় ক্ষতি আল্লাহ্‌র রেজামন্দীর সহিত সহ্য করিবার তৌফিক দান করুন এবং মরহুমের এন্তেকালে জামাতের মধ্যে যে শুন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা পুরনে সহায় হউন। আমীন।

খেলাফত দিবস উদযাপিত

ঢাকাঃ গত ২৬মে রোজ রবিবার (২৭শে মে ছুটি না থাকায়) ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে খেলাফত দিবস উপলক্ষে মোহতরম আমীর বংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া জনাব মৌঃ মোহাম্মদ সাহেবের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। কোরআন তেলাওত করেন জনাব মোঃ আশরাফ আলী, ইনসপেক্টারবায়তুল-মাল। অতঃপর জনাব মৌঃ মকবুল আহমদ খান আমীর জামাত ঢাকা, মৌঃ মোঃ খলিলুর রহমান, নায়েব সদর বাঃ মজলিস খোঃ আঃ, শাহ মুস্তাফিজুর রহমান এবং সর্বশেষে মোহতরম আমীর সাহেব খেলাফতের গুরুত্ব,

কভারের ৩য় পৃঃ দেখুন

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্য্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ২য় সংখ্যা :
১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১বাং : ৩১শে মে, ১৯৭৪ইং : ৮ইজমাঃ আউঃ, ১৩৫৩ হিজরী শামসী :

সূরা আল-লাহব

॥ সংক্ষিপ্ততফসির ॥

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) প্রণীত 'তফসীরে কবীর' অবলম্বনে

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—২)

হাদিসাবলীতে কিয়ামতের পূর্বে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ফেৎনা সম্বন্ধে খবর দেওয়া হইয়াছিল। একটি দজ্জালের ফেৎনা, অপরটি ইয়াজুজ ও মাজুজের ফেৎনা; কিন্তু কোরআন করীমে শুধু ইয়াজুজ-মাজুজের ফেৎনার উল্লেখ আছে। ইহার দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, দজ্জালের ফেৎনা এবং ইয়াজুজ-মাজুজের ফেৎনা একই জিনিষের দুইটি নাম। একথার সত্যতা এতদ্বারাও প্রমানিত হয় যে, উল্লিখিত ফেৎনাদ্বয়ের একই নির্দিষ্ট যুগে সংঘটনের কথা বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে দজ্জাল নামটি ধর্মীয় দিক হইতে রাখা হইয়াছে। কেননা ইহার অর্থ অত্যন্ত ধোকাবাজ এবং প্রতারক। তেমনি-ভাবে ইয়াজুজ ও মাজুজের নাম রাজনৈতিক কারণে দেওয়া হইয়াছে; কেননা এই শব্দদ্বয় আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার কারী ব্যক্তিদিগকে বুঝাইয়া থাকে।

আয়াতে করীমা—'হাততা এযা ফোতেহাৎ ইয়াজোজো ওয়া মাজুজো ওয়া হুম মিন কুল্লে হাদাবিন ইয়ানসেলুন' (আম্বিয়া : ৯৭)

—এর মধ্যে খবর দেওয়া হইয়াছিল যে, একদিন ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রতিরোধকারী দেয়াল (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র) ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তেমনিভাবে সুরা সেজদার ৬নং আয়াত—'ইউদাব্বেরুল আমরা মিনাস সামায়ে ইলাল আরজে, সুম্মা ইয়ারুজু ফি ইয়াউমিন কানা মিকদারুহু আলফা সানাতিম মিম্মা তাউদ্দুন' —এর মধ্যে বলা হইয়াছিল যে, প্রতিশ্রুত প্রথম তিন শত বৎসরের উন্নতির পর ইসলামের উপর এক হাজার বৎসর কালের অধঃপতন ও দুর্বলতার যুগ আসিবে। অতঃপর সুরা কাহ্‌ফ-এ এই খবর দেওয়া হইয়াছিল যে, একদিন সেই দেয়াল, যাহা যুলকারনাইন নির্মান কয়িয়াছিলেন তাহা দুর্বল হইয়া যাইবে এবং এই জাতিগুলি (অর্থাৎ ইয়াজুজ ও মাজুজ) পূর্ব দিকে অগ্রসর হইবে, তখন তাহাদের উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিবে। উল্লিখিত আয়াত সমূহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ইহা জানা যাইতেছে যে, আখেরী জমানায় ইয়াজুজ-মাজুজ দুনিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে। তাহার পর তাহারা যুদ্ধে লিপ্ত হইবে এবং একে অন্যের উপর অগ্নি বর্ষণ করিবে, যাহার ফলে উভয়ই ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই খবরটি ছাড়া এই সংবাদও কোরান ও হাদিসে রহিয়াছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহ্‌দী (আলাইহেস সালাম) আবির্ভূত হইয়া ইসলামকে যুক্তি ও নিদর্শনের দ্বারা জয়যুক্ত করিবেন।

উক্ত ইয়াজুজ ও মাজুজের ফেৎনা এবং তাহাদের পরিনামের কথা এই আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

'তাব্বাত'-এর অর্থ ধ্বংস হওয়া বা অকৃতকার্য হওয়া। 'আইদ'-এর অর্থ হাত, শক্তি রাজত্ব, শাসন, জামাত, দল, কর্তৃত্ব ও আধিপত্য। 'আল-আব'-এর অর্থ এমন সত্ত্বা, যাহা হইতে তাহার নিজ শ্রেণীর অনুরূপ আরও জিনিষ সৃষ্টি হয়।

উল্লিখিত অর্থাবলী অনুযায়ী আয়াতের মর্ম এই যে, সেই সত্ত্বা যাহা (ইসলামের বিরুদ্ধে) অগ্নি উত্তেজিত করিবে এবং নিজের মত আরও ইসলাম বিদ্বেশী শত্রুর সৃষ্টি করিবে তাহার দল, শক্তি, শাসন, কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিনষ্ট, হইয়া যাইবে এবং সে তাহার হীন উদ্দেশ্যে বিফল মনরথ হইবে।

এই আয়াত হইতে জানা যায় যে, উক্ত ইসলাম দুশমন কৌমের লক্ষণাবলী এই হইবে যে, তাহারা ইসলামের বিরুদ্ধে আগুন উত্তেজিত করিবে, এমন সব জিনিষ আবিষ্কার করিবে, যাহা অগ্নি উদগারন করিবে অর্থাৎ বোমা ইত্যাদি তৈয়ার করিবে, তাহারা দল পাকাইবে এবং নিজের সাথীদিগকে হস্ত স্বরূপ নিজ স্বার্থে ব্যবহার করিবে।

এই জমানায় একটি হইল পাশ্চাত্য শক্তি বর্গ এবং অপরটি প্রাচ্যের শক্তিবর্গ, যাহারা ঘোর ইসলাম বিরোধী এবং এই জাতি গুলিই ইয়াজুজ ও মাজুজ, যাহাদের বর্ণও লাল ও ফরসা এবং তাহারা আগ্নেয়াস্ত্র-বোমা ইত্যাদি তৈয়ার করিতেছে ও ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও বিদ্বেষের আগুন উত্তেজিত করিতেছে এবং নিজের মিত্র ও 'সাথীদিগকেও হস্ত স্বরূপ ব্যবহার করিয়া চলিয়াছে। এই আয়াতে তাহাদিগেরই পরিণামে ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার খবর দেওয়া হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

সামআন ও তায়াতান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর —২)

তেমনি ভাবে আর একটি হাদিসে বর্ণিত হইয়াছেঃ

হযরত ওউফ বিন মালেক আশজায়ী রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, তোমাদের সর্বোত্তম শাসক তাহারাই যাহাদিগকে তোমরা ভালবাস এবং তাহারা তোমাদিগকে ভাল বাসেন, এবং তোমরা তাঁহাদের জন্য দোয়া কর এবং তাঁহারা তোমাদের জন্য দোয়া করেন। তেমনিভাবে তোমাদের নিকৃষ্টতম শাসক তাহারাই যাহাদিগকে তোমরা ঘৃনা কর এবং তাহারা তোমাদিগের প্রতি ঘৃনা পোষণ করে; তোমরা তাহাদিগকে অভিসম্পাত কর এবং তাহারা তোমাদিগকে। বর্ণনাকারী বলেন যে, আমরা তখন বলিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্! যখন আমাদের মাথার উপর এই প্রকারের শাসক আধিপত্য বিস্তার করে তখন আমরা তাহাদিগের মোকাবেলা করিয়া তাহাদিগকে ক্ষমতাচ্যুত কেন করিব না? হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, কখনও তাহা করিবে না, কখনও করিবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা নামায ও রোযা সম্বন্ধে তোমাদের উপর কোন পাবন্দী প্রয়োগ করে এবং তোমাদিগকে আল্লাহতায়ালার এবাদত হইতে বারণ করে, তোমরা তাহাদের এতায়াত ও আজ্ঞানুবর্ত্তীতা হইতে বিমুখ হইবে না। শুন, যখন তোমাদের উপর কাহাকেও হাকেম (শাসন-কর্ত্তা) নিয়োগ করা হয় এবং তোমরা দেখিতে পাও যে, সে কোন কোন বিষয়ে আল্লাহ্ তায়ালার নাফরমানী করিতেছে, তখন তোমরা নিজেদের অন্তরে তাহার সেই সকল কার্যের প্রতি শক্ত ঘৃনা পোষণ কর, কিন্তু বিদ্রোহ করিও না।" (মুসলেম শরীফ এবং তরজমা খেলাফতে রাশেদা, হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ) প্রণীত পুস্তকের ১৩৬ পৃঃ হইতে)

সুতরাং আঁ-হযরত (সাঃ আঃ) খোলাফায়ে-রাশেদীনের সর্বাবস্থায় বাধ্যতামূলক (লাযেমী এতায়াত করার এবং অপরাপর শাসক বর্গের শর্ত্ত-সাপেক্ষ এতায়াত করার আদেশ দিয়াছেন।

(৪)

দ্বীনি নেযামের প্রধান গণ অর্থাৎ আম্বিয়া এবং খোলাফায়ে-রাশেদীন অথবা মুজাদ্দেদগণ সম্বন্ধে যেভাবে প্রমাণ করা হইয়াছে, এই প্রশ্নই উঠে না যে, তাঁহারা আমাদিগকে দ্বীন (ধর্ম) বিরুদ্ধ আদেশ দান করিতে পারেন। পার্থিব হাকেমগণের এতায়াতও বাধ্যকর, কিন্তু শর্ত্ত সাপেক্ষ। এখন প্রশ্ন এই যে, দ্বীনী

নেযামের অফিসার বা কর্মকর্তা গণের এতায়াত সম্বন্ধে কি আদেশ আছে?

এ বিষয়ে স্মরণ রাখা উচিত যে, তাহাদেরও এতায়াত করারই আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং যেহেতু তাহাদের উপর নবী এবং খোলাকায়ে রাশেদীন অথবা মোজাদ্দেদগণ নেগরান বা পর্যবেক্ষক হিসাবে থাকেন, এজন্য তাঁহাদের ভুল গুলির সাথে সাথে সংশোধন করাইয়া লওয়া যায়। সুতরাং তাঁহাদেরও বাধ্যতামূলক (লাযেমী) এতায়াতের আদেশ রহিয়াছে। যদি তাঁহারা ভুল করেন তাহা হইলে নবী বা খলিফাগণ অথবা মোজাদ্দেদগণের মধ্য হইতে যিনিই যুগের ইমাম হন, তাঁহার সমীপে ফয়সালার প্রার্থী হইতে হইবে। যে ব্যক্তি দ্বীনী নেয়ামের অধীনস্থ অফিসার বা কর্মকর্তাগণকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের নাফরমানী বা অমান্য করে, সে যুগের ইমামের নাফরমান বা অমান্যকারী বিবেচিত হইবে। সুতরাং হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর এরশাদ এই :

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে রসুল করীম (সাঃ আঃ) বলিয়াছেন যে যে ব্যক্তি আমার এতায়াত করিয়াছে, সে নিশ্চয় আল্লাহ্‌র এতায়াত করিয়াছে, এবং যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করিয়াছে সে নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নাফরমানী করিয়াছে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি আমার (কায়েমকৃত নেযামের) আমীরের এতায়াত করিয়াছে, সে নিশ্চয় আমার এতায়াত করিয়াছে এবং যে ব্যক্তি আমার আমীরের নাফরমানী করিয়াছে সে নিশ্চয় আমার নাফরমানী করিয়াছে। নিশ্চয়ই ইমাম (বা খলিফা) ঢাল স্বরূপ, যাহার পিছনে থাকিয়াই (পার্থিব বা আধ্যাত্মিক বা জ্ঞান মূলক—সকল প্রকার) সংগ্রাম করা হয় এবং যাহার দ্বারা (অনিষ্ট ও দুঃখ-কষ্ট) হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। সুতরাং যদি সে খোদাকে ভয় করিয়া তাঁহার হুকুম মোতাবেক শাসন পরিচালনা করে, এবং এনসাফ ও ন্যায় নীতি প্রদর্শন করে, তাহা হইলে সে উহার জন্য পুরস্কার লাভ করিবে এবং যদি তাহা না করে তাহা হইলে উহার পাপ তাহার উপর বর্তাইবে।

(বোখারী, মুস্লিম)

এই হাদিস হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, দ্বীনী নেযামের নিম্নতম অফিসার বা কর্মকর্তার নাফরমানী করা সেই দ্বীনী নেযাম এবং উহার ইমামের প্রতি বিদ্রোহ পোষণ করার নামান্তর। দুশমনগণের সহিত প্রত্যেক প্রকারের মোকাবেলা যুগের ইমাম এবং তাঁহার কায়েমকৃত নেযামের নির্দ্দেশাধীন হওয়া উচিত। যদি নিম্নতম অফিসার বা কর্মকর্তাগণ ছোট-খাটো ব্যাপারে কোন ভুলও করেন, তবুও একজন মুসলমানের কর্তব্য যে, সে যেন তাহার এতায়াত হইতে বিমুখ না হয়। কেননা সেই সকল অফিসার বা কর্মকর্তাকে তাহাদের সকল কাজকর্মের জন্য খোদাতায়ালার সামনে জবাবদেহী করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহাদের বিষয় খোদাতায়ালার উপর ছাড়িয়া দিয়া সর্বাবস্থায় নিজেদের কর্তব্য কর্ম—এতায়াত পালণ করা উচিত। তবে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভ্রম দেখিলে, উহা নেযামের উর্দ্ধতন অফিদার বা কর্মকর্তাগনের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া উচিত এবং এই ব্যাপারে কাহারও কোন প্রকার নিন্দা বা ভৎষণাকে ভয় করা উচিত নহে। (ক্রমশঃ)

মূল : অধ্যাপক—বেশারাতুর রহমান
অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

খেলাফত ঃ একটি বরকতপূর্ণ সংগঠন

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর হৃদয়গ্রাহী ও পবিত্র বাণীর আলোকে

—মৌলবী দোস্ত মুহাম্মদ শাহেদ

ইসলামের যে সকল বুনিয়াদি বিষয় সম্বন্ধে সৈয়েদেনা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার নিজ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞান এবং হৃদয়ে প্রতিফলিত তত্ত্ব-জ্ঞান মূলে আলোকপাত করিয়াছেন তন্মধ্যে প্রথমে নবুয়তের বিষয় এবং উহার পরে খেলাফতের বিষয় উল্লেখযোগ্য। প্রচুর পরিমানে ওহী-এলহাম লাভ এবং গায়েবের খবরাদি সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় এই উম্মতের মধ্যে একমাত্র তিনিই নবী নামে আখ্যায়িত হওয়ার জন্য যেমন বিশেষ ব্যক্তিরূপে পরিদৃষ্ট হয়েন, তেমনি উপরোক্ত বিষয়-গুলি সম্বন্ধে সঠিক পথ প্রদর্শক হিসাবেও তাঁহার ব্যক্তিত্ব এক মর্যদা সম্পন্ন এবং অদ্বিতীয় শানে সমুজ্জল। এইরূপ হওয়া এজন্যও প্রয়োজনীয় ছিল যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নির্দেশ : "সুম্মা তাকুনুল খেলাফতু আলা মিন হাজিন নবুয়াতে" (মেশকাত) অর্থাৎ 'ইহার পর নবুয়তের পথে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হইবে'—অনুযায়ী নবুয়তের তরিকায় খেলাফতের স্বর্ণযুগকে তাঁহারই পবিত্র যমানার সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) খেলাফত ও উহার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে এরূপ শানের সঙ্গে আলোকপাত করিয়াছেন যে, এই সকল বিষয় দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে—তিনি ইসলামী জগতকে এই আজিমুশ্-শান সুসংবাদ দিয়াছেন যে, ইসলামে খেলাফতের সিলসিলা এক চিরস্থায়ী ব্যবস্থা, যাহা কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে, ইনশাআল্লাহ্।

উপরোক্ত বিষয়ের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কতিপয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও বাণী নমুনা হিসাবে নিম্নে বর্ণিত হইল। আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোয়া এই যে, তিনি যেন আমাদের সকলকে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত খেলাফতের সংগে সংযুক্ত থাকার তৌফিক দান করেন এবং নিজ ফযল ও রহম দ্বারা সর্বদাই এই বরকতময় এবং আসমানী সংগঠনের আলোক, কল্যাণ, বরকত ও প্রভাব দ্বারা আলোকিত হওয়ার এবং

উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন। 'ওমা যালেকা আলাল্লাহে বে-আযীয' অর্থাৎ ইহা আল্লাহ্‌র জন্য মোটেই কঠিন নয়।

(১) খলিফা শব্দের অর্থ ঃ

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেনঃ "খলিফার অর্থ হইল স্থলাভিষিক্ত, যিনি ধর্মের সংস্কার করেন এবং উহাকে সঞ্জীবিত করেন। নবীর যমানার পর যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসে উহা দূর করার জন্য যাঁহারা তাঁহার জায়গায় আসেন তাঁহাদিগকেই খলিফা বলা হয়।" (মালফুজাত, খণ্ড—৪, পৃষ্ঠা—৩৮৩)।

(২) আল্লাহ্‌তায়ালা খলিফা নির্বাচিত করেন ঃ

"সুফীগণ লিখিয়াছেন যে, শায়েখ অথবা রসুল ও নবীর পর যিনি খলিফা হওয়া নির্ধারিত হন, খোদার তরফ হইতে সর্বপ্রথম তাঁহার হৃদয়ে সত্যকে ঢালিয়া দেওয়া হয়। রসুল অথবা মাশায়েখের ওফাতের পর পৃথিবীতে ভূমিকম্পের মত এক অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং উহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সময় হইয়া থাকে। কিন্তু খোদাতায়ালা খলিফার মাধ্যমে এই অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটান এবং এই ভাবে খলিফার মাধ্যমে সমস্ত অবস্থা পুনরায় নূতনভাবে সংশোধিত হয় এবং দৃঢ়তা ফিরিয়া আসে।

আঁ-হযরত (সাঃ) কেন তাঁহার পর খলিফা নিয়োগ করিয়া যান নাই? ইহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই ছিল যে, তিনি ভালভাবেই জানিতেন, আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং খলিফা নিয়োগ করিবেন, কারণ ইহা খোদারই কাজ এবং খোদার নির্বাচন ত্রুটিমুক্ত। সুতরাং আল্লাহতায়ালা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) কে এই কাজের জন্য খলিফা বানাইয়াছেন এবং সর্ব প্রথমে হক বা সত্যকে তাঁহারই হৃদয়ে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এক ইলহামে আল্লাহতায়ালা আমার নামও শায়েখ রাখিয়াছেন ঃ 'আন্‌তাশ শায়েখুল মসীহুল্লাযি লা ইউযায়্‌, ওয়াক্‌তাহু'—অর্থাৎ "তুমি শায়েখুল মসীহ, যাহার সময় বৃথা যাইবে না।" (মালফুজাত, খণ্ড—১০, পৃষ্ঠা-২৩০)।

(৩) মোকামে খেলাফতের তাজল্লিয়াত ঃ

"...যখন তুমি এই মোকাম পর্যন্ত পৌঁছিবে, তখন তুমি তোমার প্রচেষ্টা সমূহকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাইবে এবং তুমি 'ফানার মোকামে' উপনীত হইবে। ঐ সময় তোমার আধ্যাত্মিক সাধনার বৃক্ষ আপন পূর্ণ পরিণতির সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে এবং তোমার আত্মার গ্রীবাদেশ, পবিত্রতা ও বুজুর্গীর সুকোমল ও সবুজ তৃণভূমি পর্যন্ত ঐ উষ্ট্রীর ন্যায় পৌঁছিয়া যাইবে যে তাহার দীর্ঘ গ্রীবা একটি সবুজ বৃক্ষ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। অতঃপর মহামহিম এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেরণাসমূহ, সুরভি সম্ভার এবং তাজাল্লীয়াত রহিয়াছে, যদ্দারা তিনি সেই সকল শিরা কাটিয়া দেন, যেগুলি তাঁহার বাশারীয়াতের মধ্যে অবশিষ্ট থাকিয়া যায় এবং ইহার পর তাঁহাকে জীবন্ত করিয়া তোলা হয়; এবং সেই আত্মাকে স্থায়ীত্ব

এবং নৈকট্য দান করা হয় যাহা আল্লাহতে শান্তিলাভ কারিয়াছে এবং যাহা খোদার উপর সন্তুষ্ট এবং খোদা তাঁহার উপর সন্তুষ্ট এবং তিনি তাঁহাতে আত্ম-বিলীন। এইভাবে এই বান্দা দ্বিতীয় জীবন লাভ করিবার পর কল্যাণ (ফয়েয) প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুত হইয়া যান, অতঃপর ইনসানে কামেলকে' মহামহিম আল্লাহ খেলাফতের ভূষনে ভূষিত করেন এবং ঐশী গুনাবলীর রঙে রঙীন করেন। এই রঙ যিল্লীভাবে অর্থাৎ প্রতিবিম্বাকারে হইয়া থাকে, যেন মোকামে খেলাফত স্থিরতর হইয়া যায়। ইহার পর তিনি সৃষ্টির প্রতি আতীর্ণ হইয়া, তাহাদিগকে রুহানীয়তের দিকে আকর্ষণ করেন এবং যমীনের অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আসমানী আলোকের দিকে লইয়া যান। এই ইনসানে কামেলকে অতীতের নবী, সিদ্দীক, জ্ঞানী, সুক্ষ্মদর্শী, নৈকট্যপ্রাপ্ত ও বেলায়েতের অধিকারী সূর্য-সদৃশ্য ব্যাক্তিদের উত্তরাধিকারী করা হয়। তাঁহাকে দান করা হয় পূর্ববর্তীগনের জ্ঞান এবং অতীতের সুক্ষ্মদর্শী ও প্রজ্ঞাবান ব্যাক্তিগণের বিশেষ তত্ত্ব-জ্ঞান, যাহাতে তাঁহার জন্য 'মোকামে ওরাসাত' বা উত্তরাধিকারের মোকাম স্থিরতর হইয়া যায়। এই বান্দা (খলিফা) তাঁহার রবের ইচ্ছানু-যায়ী বিশেষ সময় সীমা পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া সৃষ্টিকে হেদায়েতের নূরে আলোকিত করেন। যখন তিনি সৃষ্টিকে স্বীয় রবের নূরে উদ্ভাসিত করেন অথবা পর্যাপ্ত পরিমাণে তবলীগের দায়িত্ব সম্পন্ন করেন, তখন তাঁহার নাম পূর্ণ হইয়া যায় এবং তাঁহার রবের নিকট হইতে আহ্বান আসে এবং তাঁহার আত্মাকে আত্মিক কেন্দ্রের দিকে উঠাইয়া লওয়া হয়।" ('খোতবায়ে ইলহামীয়া' পৃষ্ঠাঃ ৩৮-৪০)

(৪) খেলাফতে সাহসীকতা ও সুক্ষ্ম-দর্শীতার রুহ ফুঁকিয়া দেওয়া হয়ঃ

"হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্নিত হইয়াছে যে, আমার পিতা খলিফাতুর রসূল (সা ঃ) নিযুক্ত হওয়ার পর বেদুঈনদের এবং মিথ্যা-নবুয়তের দাবীকারকদের ক্রমাগত ফেতনা ও বিদ্রোহ সৃষ্টির জন্য যে ভয়ানক বিপদাবলী উপস্থিত হইয়াছিল এবং যে মর্মান্তিক দুঃখ হৃদয়ে পতিত হইয়াছিল, তাহা যদি কোন পাহাড়ের উপর পতিত হইত, তাহা হইলে উহা ধ্বসিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইত এবং মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইত। কিন্তু যেহেতু ইহা খোদার চিরন্তন নিয়ম যে, যখন খোদার রসূলের মৃত্যুর পর কোন ব্যক্তি খলিফা হন, তখন তাঁহার মধ্যে সাহসীকতা, হিম্মত, ধৈর্য্য, সুক্ষ্মদর্শীতা এবং দৃঢ় মনোবলের রুহ ফুঁকিয়া দেওয়া হয়, যেভাবে ইশায়ুর কেতাবে প্রথম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকে হযরত ইশায়ুকে আল্লাহতায়ালা বলি-য়াছেন: মজবুত হও এবং সাহসী হও, অর্থাৎ মুসা তো মরিয়া গিয়াছে এখন তুমি মজবুত হইয়া যাও। সেই প্রকারের আদেশই কাজা ও কদরের (নিয়তির) নিয়মেই হযরত

([illegible]-এর পাতায় দেখুন)

আবু বকরের হৃদয়ে নাযেল হইয়াছিল — শরীয়তের রঙে নহে।" (তোহফায়ে গোলড়বিয়া, পৃষ্ঠা—৫৮)।

(৫) নবীগণের মিশনের পূর্ণতা খেলাফতের সহিত সম্পৃক্ত ঃ

"ইহা খোদাতায়ালার সুন্নত বা চিরাচরিত বিধান এবং তিনি পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির সময় হইতে সর্বদা এই চিরাচরিত বিধান প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন যে, তিনি রসুল গণের সাহায্য করেন এবং তাঁহাদিগকে বিজয় দান করেন। কারণ খোদা বলিয়াছেন ঃ 'কাতাবাল্লাহু লা আগ্‌লাবান্না আনা ওয়া রুসুলী' অর্থাৎ খোদাতায়ালা এই বিধান করিয়াছেন যে তিনি এবং তাঁহার নবী 'গালেব' থাকিবেন। 'গালবা' শব্দের অর্থ এই যে, রসুল ও নবীগণ যেরূপ ইচ্ছা করেন যে খোদার 'হুজ্জত' বা অকাট্য যুক্তি পৃথিবীতে যেন পূর্ণভাবে কায়েম হয় এবং কেহই যেন ইহার মোকাবেলা করিতে সক্ষম না হয়, সেইরূপ খোদাতায়ালা প্রবল নিদর্শন সমূহ দ্বারা নবীগণের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং যে সাধুতা তাঁহারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন খোদাতায়ালা তাহার বীজ তাঁহাদের হস্তেই বপন করেন। কিন্তু তিনি ইহার পূর্ণতা তাঁহাদের হাত দ্বারা করান না, বরং এমন সময়ে তাঁহার ওফাত দেন যে, বাহ্যতঃ বিফলতার ভীতি পরিদৃষ্ট হয় এবং তিনি বিরুদ্ধবাদীদিগকে হাসি-ঠাট্টা ও নিন্দা-বিদ্রূপের সুযোগ দেন। যখন তাহারা হাসি-ঠাট্টা করিতে থাকে, তখন পুনরায় নিজ কুদরতের দ্বিতীয় হস্ত প্রদর্শণ করেন এবং এইরূপ উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দেন যেগুলির দ্বারা অসম্পূর্ণ উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ খোদাতায়ালা দুই প্রকারের 'কুদরত' বা শক্তি ও মহিমা প্রকাশ করেন ঃ (১) প্রথমতঃ নবীগণের মাধ্যমে তাঁহার শক্তির এক হস্ত প্রদর্শন করেন এবং (২) তারপর এমন সময় অপর হস্ত প্রদর্শন করেন যখন নবীর মৃত্যুর পর বহু বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং দুশমন শক্তি লাভ করিয়া মনে করিতে থাকে যে এই (নবীর) কার্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে এবং বিশ্বাস করে যে, এখন এই জামাত ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইবে, এবং এমন কি জামাতের লোকগণও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন, তাহাদের কটিদেশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা 'মুরতাদ' হইয়া যায়। তখন খোদাতায়ালা পুনরায় তাঁহার মহাশক্তি প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামাতকে রক্ষা করেন। সুতরাং যাহারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্যাবলম্বন করে, তাহারা খোদাতায়ালার এই মোজেযা প্রত্যক্ষ করে, যেমন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সময় হইয়াছিল। তখন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকাল মৃত্যু মনে করা হইয়াছিল এবং বহু মরু-নিবাসী অজ্ঞলোক

মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল এবং সাহাবাগণও শোকাভীভূত হইয়া উন্মাদের ন্যায় হইয়া গিয়াছিলেন। তখন খোদাতায়ালা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে দণ্ডায়মান করিয়া পুনর্বার তাঁহার শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য প্রদর্শন করিয়া ইসলামকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করেন এবং সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন, যাহা তিনি বলিয়াছিলেন : "লা-ইউ-মাক্কেনান্না লাহুম দ্বীনাহুমুল্লাযীর তাযা লাহুম ওয়ালা ইউবাদ্দে লান্নাহুম মিম বাদে খাওফে-হিম আম্‌না" অর্থাৎ "ভয়ের পর আমি তাহাদিগকে আবার সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিব" (সুরা আল-নূর)। হযরত মুসা (আঃ)-এর সময়েও এমনি হইয়াছিল। হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বনি-ইস-রাইলদিগকে গন্তব্য স্থানে উপনীত করিবার পূর্বেই মিশর হইতে কেনানের পথে মৃত্যু লাভ করিলে বনি-ইসরাইলগণের মধ্যে তাঁহার মৃত্যুতে শোক ও আর্তনাদ উপস্থিত হইয়াছিল। তৌরাতে উল্লেখ আছে যে, বনি-ইসরাইলগণ এই অকাল মৃত্যুতে শোকাতুর হইয়া এই আকস্মিক বিচ্ছেদের ফলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ক্রন্দন করিতেছিল। এইরূপ ঘটনা হযরত ঈসা (আঃ)-এর সময়েও ঘটিয়াছিল। ক্রুশীয় ঘটনার সময় তাঁহার সকল শিষ্য বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন মুরতাদও হইয়া গিয়াছিল।"
('আল অসিয়ত', বাংলা অনুবাদ, পৃষ্ঠা ৫-৭)।

(৬) কুদরতে সানীয়া অর্থাৎ খেলাফত-এর শৃঙ্খল কেয়ামত পর্যন্ত ছিন্ন হইবে না ঃ

"সুতরাং হে বন্ধুগণ, যেহেতু আদিকাল হইতে আল্লাহ্‌তালার এই বিধান রহিয়াছে যে, তিনি দুইটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধ-বাদীগণের দুইটি মিথ্যা উল্লাস ব্যর্থ করিয়া দেখান। সুতরাং এখন সম্ভবপর হইতে পারে না যে, খোদাতয়ালা তাঁহার চিরন্তন নিয়ম পরিহার করিবেন। তাই আমি তোমাদিগকে যে কথা বলিয়াছি তাহাতে তোমরা চিন্তাকুল হইও না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের পক্ষে দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং ইহার আগমন তোমাদের পক্ষে শ্রেয়। কারণ উহা স্থায়ী। উহার ধারাবাহিক শৃঙ্খল কেয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইবে না।

সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসিতে পারে না। আমি যাওয়ার পর খোদা তোমাদের জন্য সেই 'দ্বিতীয় কুদরত' প্রেরণ করিবেন। তাহা চিরকাল তোমাদের সংগে থাকিবে। ইহাই খোদাতায়ালা 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে অঙ্গীকার করিয়াছেন। সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের জন্য নহে, সেই প্রতিশ্রুতি তোমাদের জন্য। যেমন খোদাতায়ালা বলিতেছেন : "আমি তোমার অনুবর্তী এই জামাতকে কেয়ামত পর্যন্ত অন্যের উপর প্রাধান্য দান করিব।" সুতরাং তোমাদের জন্য আমার

বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন, যেন ইহার পর সেই দিবস আসিতে পারে, যাহার জন্য চির প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের সেই খোদা প্রতিজ্ঞা পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী। তিনি তোমাদিগকে সব কিছুই দেখাইবেন, যাহা তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন। যদিও বর্তমান যুগ আখেরী যুগ এবং বহু বিপদাপদ আছে, যাহার আবির্ভাবের সময় এখন সমুপস্থিত, তথাপি এই পৃথিবী সেই সময় পর্যন্ত কখনো বিলুপ্ত হইবে না, যে-পর্যন্ত সেই সমুদয় বিষয়ই পুর্ণ না হয়, যেগুলি সম্বন্ধে খোদা পুর্বাহ্নেই সংবাদ দিয়াছেন।" (আল-ওসিয়ত, বাংলা অনুবাদ, পৃষ্ঠা : ৭-৮)।

(৭) দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশস্থল ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী :

"আমি খোদতায়ালার নিকট হইতে এক প্রকার কুদরত হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছি। আমি খোদার জীবন্ত মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরো কতিপয় ব্যক্তি দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ হইবেন।" (আল ওসীয়ত, পৃষ্ঠা—৮)।

(৮) হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর সন্তানগণের মধ্য হইতে খলিফা হওয়ার সুস্পষ্ট সংবাদ :

"আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হওয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল নবী-রসুল, ইমাম ও খলিফাগণের প্রেরণ, যাহাতে তাঁহাদের অনুসরণ এবং হেদায়েত দ্বারা লোক সৎ-পথে পরিচালিত হয় এবং তাঁহাদের আদর্শের ভিত্তিতে নিজ নিজ চরিত্র গঠন করিয়া পরিত্রান বা নাযাত লাভ করিতে পারে। সুতরাং খোদাতালা চাহিয়াছেন যে, এই অধমের সন্তানদের মাধ্যমে যেন আল্লাহর রহমত নাযেল হওয়ার উল্লিখিত উভয় পদ্ধতি প্রকাশিত হয়।" ('সবুজ ইস্তাহার')।

(৯) নেজামে খেলাফতের চিরস্থায়ী প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব :

"স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে খলিফা বলে এবং রসুলের স্থলাভিষিক্ত প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তিই হইতে পারেন, যাঁহার মধ্যে যিল্লীভাবে অর্থাৎ প্রতিবিম্বাকারে রসুলের কামালিয়ত সমূহ বিদ্যমান থাকে। এইজন্য রসুল করীম (সাঃ) অত্যাচারী বাদশাহের ক্ষেত্রে খলিফা শব্দের প্রয়োগ করা পছন্দ করেন নাই। কেননা খলিফা প্রকৃতপক্ষে রসুলের যিল্ বা প্রতিবিম্ব হইয়া থাকেন।

বস্তুতঃ খলিফা রসুলের যিল্ বা প্রতিবিম্ব।

যেহেতু কোন মানুষকে চিরস্থায়ী জীবন দেওয়া হয় না, সেইজন্য খোদাতায়ালা ইচ্ছা করিয়াছেন যে, নবীগণের সত্ত্বাকে, যাহা পৃথিবীর সকল সত্ত্বা অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদাশীল এবং সর্বোত্তম, কেয়ামত পর্যন্ত সর্বদা প্রতিবিম্ব-স্বরূপ কায়েম রাখিবেন। এই উদ্দেশ্যে খোদাতায়ালা খেলাফতের ব্যবস্থা করিয়াছেন, যেন দুনিয়া কখনও এবং কোন যুগে রেসালতের বরকত হইতে বঞ্চিত না হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি খেলাফতকে শুধু মাত্র ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে

করে সে নিজ অজ্ঞতা বশতঃ খেলাফতের মুখ্য উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে এবং সে জানে না, খোদাতায়ালার এই ইচ্ছা কখনই ছিল না যে, রসুল করীম (সাঃ)-এর ওফাতের পর ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত খলিফাগণের ভূষণে রেসালতের বরকত সমূহ কায়েম রাখা জরুরী ছিল এবং তাহার পর দুনিয়া ধ্বংস হইয়া যায় তো যাউক, তাহাতে কিছু যায় আসে না। - - -অতএব এই হীন ধারণা খোদাতায়ালার প্রতি আরোপ করা যে, এই উম্মতের জন্য শুধু ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত তাঁহার চিন্তা ছিল এবং পরে উহাকে সর্বকালের জন্য পথভ্রষ্টতার অন্ধকারের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং সেই আলোক, যাহা চির কাল হইতে পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতের মধ্যে খেলাফতের মুকুরে প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা এই উম্মতের জন্য প্রদর্শন করা তিনি পছন্দ করেন নাই! রহীম ও করীম খোদা সম্বন্ধে এই সকল কথা কি সুস্থ-বুদ্ধি সম্মত? কিছুতেই নহে। পুণঃ নিম্নোক্ত আয়াত ইমামগণের খেলাফত সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে: 'ওয়া লাকাদ্ কাতাব্না ফিয্-যাবুরে মিন্ বা'দেয যিক্‌রে আন্নাল্ আরযা ইয়ারেছুহা ইবাদিয়াহু-সালেহুন।"

কেননা এই আয়াত পরিস্কারভাবে ঘোষণা করিতেছে যে, ইসলামী খেলাফত চিরস্থায়ী। কারণ 'ইয়ারেসুহা' শব্দটি স্থায়ীত্বের প্রতি নির্দেশ করিতেছে। ইহার কারণ এই যে (উত্তরাধিকারের) শেষ পালা যদি ফাসেকদের হয়, তবে যমীনের উত্তরাধিকারী তাহারই সাব্যস্ত হয়, সালেহগণ নহেন; কেননা সকলের উত্তরাধিকারী তাহারাই হয়, যাহারা সকলের পরে আগমন করে।"

('শাহাদাতুল কুরআন' পৃষ্ঠা—৫৮)।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদেঁও ওয়া আলে মুহাম্মদ ওয়া আলা খোলাফায়ে মুহাম্মদ ওয়া বারেক ওয়া সাল্লেম ইন্নাকা হামিদুম মজীদ।

অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

নবুওতের তরিকায় খেলাফত পুণঃ প্রতিষ্ঠা

"আল্লাহ্‌তায়ালা যতদিন চাহেন তোমাদের মধ্যে নবুওত থাকিবে এবং তাহার পর তিনি উহা উঠাইয়া লইবেন। তাহার পর নবুওতের তরীকায় খেলাফত হইবে, যতদিন আল্লাহ্‌তায়ালা চাহেন ততদিন উহা থাকিবে এবং তাহার পর তিনি উহা উঠাইয়া লইবেন। তাহার পরে জুলুমের রাজত্ব হইবে এবং যতদিন আল্লাহ্‌তায়ালা চাহেন ততদিন উহা থাকিবে এবং তাহার পর আল্লাহ্‌তায়ালা উহা উঠাইয়া লইবেন। তাহার পর সাম্রাজ্যবাদ কায়েম হইবে এবং আল্লাহ্‌তায়ালা যতদিন চাহেন, উহা ততদিন থাকিবে এবং তাহার পর তিনি উঠাইা লইবেন। তার পর নবুওতের তরীকায় খেলাফত কায়েম হইবে। তাহার পরে তিনি (রুসুল করীম) (সাঃ) চুপ রহিলেন"। (মুসলিম শরীফ)

খেলাফতের মোকাম

হযরত খলিফাতুল মসীহ আউয়াল (রাঃ)-এর পবিত্র বাণীর আলোকে

—মৌলবী মোহাম্মদ ইয়ার সাহেব আরেফ, ইংলণ্ডের প্রাক্তন মোবাল্লেগ

আখেরী যমানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের সম্বন্ধে ইসলাম ধর্ম-প্রবর্তক সারওয়ারে কাওনাইন (উভয় জগতের নেতা) হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য নবীগণ প্রথম হইতেই স্পষ্টভাবে যে সকল খবরাখবর প্রদান করিয়াছিলেন, ঐ সকল পূর্ণ করিয়া যথা সময়ে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং ভাগ্যবান বিজয়ী বীরের মত অতি সফলতার সহিত নিজ দায়িত্বাবলী সম্পাদন করিয়া চিরাচরিত নিয়মে দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার অনুসারী এবং অনুগামীগণের ব্যাকুলতা এবং দুর্ভাবনা এক স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল, কিন্তু ঐ সকল লোকও, যাহারা তাঁহার জামাতভুক্ত ছিলেন না কিন্তু নিজেদের হৃদয়ের মধ্যে ইসলামের জন্য ভালবাসা পোষণ করিতেন তাঁহারাও ঘাবরাইয়া গিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, ঐ মহান কাজ যাহা হযরত মীর্যা সাহেব (আঃ) সম্পাদন করিতেন এখন উহা কে করিবে? ঐ খোদা, যিনি সাইয়েদনা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ঐ মহান পুত্রকে মহান কাজের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, প্রথম হইতেই তিনি জানাইয়াছিলেন যে এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ্-তায়ালা খেলাফতের মাধ্যমে জামাতকে নিরাপদ করিয়া দিবেন। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন: দ্বিতীয়তঃ ঐ সময়ে আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার কুদরত ও মহিমা প্রকাশ করেন, যখন নবীর মৃত্যুর পর বহু বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করিয়া মনে করিতে থাকে যে, এই বার (নবীর) কার্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। তখন তাহাদের এই প্রত্যয় হয় যে, এখন এই জামাত ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে এবং এমন কি জামাতের লোকগণও চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং তাহাদের কটিদেশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। কোন কোন দুর্ভাগা মুরতাদ হইয়া যায়। তখন খোদাতায়ালা পুনরায় তাঁহার মহাশক্তি প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামাতকে রক্ষা করেন। সুতরাং যাহারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধারন করে, তাহারা খোদাতায়ালার এই 'মোজেজা' প্রত্যক্ষ করে, যেভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সময় হইয়াছিল। —(আল-ওসিয়ত পুস্তক)।

তিনি পুনরায় এই বিষয়ে বলিয়াছেন :— "সুতরাং হে বন্ধুগণ, যেহেতু আদিকাল হইতে আল্লাহ্তায়ালার এই বিধান রহিয়াছে যে, তিনি

দুইটি শক্তি প্রদর্শন করেন, যেন বিরুদ্ধবাদীগণের দুইটি মিথ্যা উল্লাস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, এমতাবস্থায় এখন ইহা সম্ভবপর নহে যে, খোদাতায়ালা তাঁহার চিরন্তন নিয়ম পরিহার করেন। এই জন্য তোমরা আমার এই কথা, যাহা আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছি (অর্থাৎ নিজের মৃত্যু সন্নিকট হওয়ার ব্যাপারে ইলহাম--উদ্ধৃতিদাতা), তাহাতে চিন্তাকুল হইওনা। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠীত না হয়, কেননা তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন" (আল ওসিয়ত পুস্তক)।

এই ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর অন্তর্ধানের পর দ্বিতীয় কুদরতের প্রথম বিকাশ প্রথম মোহাজের হযরত হাজী মৌলবী হাফিয নূরুদ্দীন রাজিয়াল্লাহুতায়ালাআনহুকে এই মহান প্রতিশ্রুত পুরুষের সকল অনুসারীগণই প্রথম খলিফা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, "কাদিয়ানে হুজুর (আঃ)-এর জানাযার নামায পাঠ করিবার পূর্বেই আল-ওসিয়তের উল্লিখিত তাঁহার অন্তিম উপদেশ অনুযায়ী কাদিয়ানে উপস্থিত সদর আঞ্জুমানের মোতামেদগণ ও হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর নিকট-আত্মীয়গণের পরামর্শক্রমে এবং হযরত উম্মুল মুমেনীন (রাঃ)-এর অনুমোদনক্রমে, সমগ্র জামাত, যাহা কাদিয়ানে উপস্থিত ছিল এবং যাহা সংখ্যায় ঐ সময় বাবশত ছিল, প্রশংসাভাজন হাজী উল হারমাঈন শরীফাইন জনাব হাকীম নূরুদ্দীন সাহেবকে (সাল্লামাল্লাহুতায়ালা) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত এবং খলিফা হিসাবে গ্রহণ করিল এবং তাঁহার হাতে বয়াত করিল। [১৯০৮ইং সনের বদর পত্রিকার জুন মাসের সংখ্যায় খাজা কামালউদ্দীন সাহেব, সেক্রেটারী সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া কর্তৃক প্রকাশিত ঘোষণা]।

ইহা হওয়া প্রয়োজন ছিল, কেননা ইসলামের দ্বিতীয় বিকাশের জন্য ইহা নির্ধারিত ছিল যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য একজন পূর্ণ বুরুজের আবির্ভাব ঘটিবে এবং তাঁহার কার্য পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে সিদ্দীক (রাঃ)-এর একজন বুরুজ দেওয়া হইবে, যিনি ইসলামের তরীকে তীরে পৌঁছানোর জন্য তাঁহার জীবনকালেও এবং মৃত্যুর পরেও নির্ভীক কাণ্ডারীর ন্যায় সকল বিরোধী তরঙ্গ-সমূহের সহিত মোকাবেলা করিতে থাকিবেন। সুতরাং যেইভাবে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) খোদা প্রদত্ত জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শীতার আলোকে কোন কোন সাহাবার কতিপয় ভাব-ধারণা অশুদ্ধ প্রমান করিয়া ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সঠিক পথ নির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন, সেইভাবে দ্বিতীয় সিদ্দীক (রাঃ) (আহমদীয়া সিলসিলায় দ্বিতীয় কুদরতের প্রথম বিকাশ)-কেও ভুল ভাব-ধারা গুলির মোকাবেলা করিতে হইয়াছিল। তিনি খুবই স্পষ্ট ভাবে এবং সাহসিকতার সহিত উহাদের মুলোৎপাটন করিয়াছিলেন।

যখন কতিপয় লোক খেলাফতের মর্যাদা-হানি করিতে চেষ্টা করিয়াছিল তখন খলিফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) বলিয়াছিলেন :

(১) "বলা হইয়া থাকে যে খলিফার কাজ কেবল নামাজ পড়ান এবং বয়াত গ্রহণ করা। এই কাজ তো একজন মোল্লার পক্ষেই যথেষ্ট। ইহার জন্য কোন খলিফার প্রয়োজন নাই এবং আমি এহেন বয়াতের উপরথু থুও নিক্ষেপ করি না। বয়াত সেই বিষয়, যাহাতে কামেল এতায়াত (পূর্ণ আত্মসমর্পন) করা হইয়া থাকে এবং খলিফার কোন হুকুমেরই অবাধ্যতা না করা হয়।"

হুজুর (রাঃ) কাদিয়ানের মসজিদে মোবারকের ঐ বক্তৃতার মধ্যে এই কথা বলিয়াছিলেন, যে বক্তৃতার পরে তিনি খাজা কামালুদ্দীন সাহেব এবং মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেবকে দ্বিতীয় বার বয়াত করার নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

(২) পুনরায় অন্য এক সময় তিনি বলিয়াছিলেনঃ "আমাকে কোন ব্যক্তি বা কোন আঞ্জুমান খলিফা নিযুক্ত করে নাই। না আমি কোন আঞ্জুমানকে ইহার যোগ্য মনে করি যে, উহা খলিফা নিযুক্ত করে। আমি আবার বলিতেছি, আমাকে না কোন আঞ্জুমান নিযুক্ত করিয়াছে এবং না আমি উহার নিযুক্তির কোন মূল্য দেই। উহা পরিত্যাগ করিলে আমি উহাতে থু থুও নিক্ষেপ করি না এবং এখন কাহারও কোনও ক্ষমতা নাই যে, আমার নিকট হইতে এই খেলাফতের চাদরকে ছিনাইয়া লয়।" (বদর ৪ঠা জুলাই, ১৯১২ খৃষ্টাব্দ)।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ)-এর নিকট খলিফার নির্বাচন, যে কোন পদ্ধতিতে হউক, প্রকৃতপক্ষে খোদাতায়ালা স্বয়ং খলিফা মনোনীত করিয়া থাকেন এবং যে খেলাফত খোদাতায়ালার তরফ হইতে প্রদান করা হয়, উহাকে কোন মানুষ ছিনাইয়া লইতে পারে না।

(৩) অন্য এক প্রসঙ্গে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) বলিয়াছেন : "তোমাদের মধ্যে কেহ নহে, বরং তিনিই (খোদাই) আমাকে খেলাফতের পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়াছেন। আমি ইহাকে শ্রদ্ধা এবং সম্মান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। ইহা সত্ত্বেও যে, আমি তোমাদের ধন-সম্পদ বা তোমাদের কোন কিছুই গ্রহণ করিবার পক্ষপাতি নই। আমার প্রাণের মধ্যে এতটুকুও বাসনা নাই যে, কেহ আমাকে সালাম করুক বা না করুক, তোমাদের টাকা পয়সা যাহা নজরানা হিসাবে আমার নিকট আসিতেছিল পহেলা এপ্রিল পর্যন্ত আমি তাহা মৌলবী মোহাম্মদ আলীকে দিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু কোন লোক ভুল ধারনার সৃষ্টি করিল এবং বলিল : 'ইহা আমাদের টাকা এবং আমরা ইহার রক্ষক'। তখন আমি কেবল খোদার সন্তুষ্টির জন্য টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলাম এবং আমি দেখিতে চাহিলাম যে, তাহারা কি করিতে পারে। এই বক্তা ভুল করিয়াছে বরং বেয়াদবি

করিয়াছে। তাহার তওবা করা উচিত; এখনও সে তওবা করুক। এখনও সে তওবা করুক। এই সকল লোক যদি তওবা না করে; তবে তাহাদের মঙ্গল হইবে না"। (বদর, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯১২ খৃষ্টাব্দ)।

(৪) তেমনিভাবে হযরত খলিফাতুল মসীহ আউয়াল (রাঃ) লাহোরের এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন :

"খেলাফত মনোহারী দোকানের সোডা ওয়াটার নহে। তোমরা এই ব্যাপারে গোলমাল করিয়া কোনরূপ ফায়দা হাসেল করিতে পারিবে না। তোমাদিগকে কেহ খলিফা বানাইবেনা এবং আমার জীবদ্দশায় অপর কেহ খলিফা হইতে পারিবে না। যখন আমি মারা যাইব, তখন সেই ব্যক্তি খাড়া হইবে, যাহাকে খোদা চাহিবেন। খোদা স্বয়ং তাহাকে খাড়া করিবেন।

তোমরা আমার হাতে একরার করিয়াছ। তোমরা খেলাফতের নাম মুখে লইওনা। আমাকে খোদা খলিফা বানাইয়াছেন। এখন না তোমাদের কথায় আমি খেলাফতচ্যুত হইতে পারি এবং না কাহারও শক্তি আছে যে আমাকে খেলাফতচ্যুত করে। - - - - - যদি তোমরা বেশী বাড়াবাড়ি কর, তবে স্মরণ রাখিও যে, আমার নিকট এমন খালেদ বিন ওলিদ আছে, যাহারা মুরতাদের ন্যায় তোমাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবে। [বদর জুলাই ১৯১২ খৃষ্টাব্দ)।

খেলাফতের মোকাম এবং মাহাত্ম ইহার চাইতে আর বেশী বর্ণনা করিবার অপেক্ষা রাখেনা, তবুও কতিপয় দুর্ভাগা ব্যক্তি ইহার গুরুত্ব অনুভব করিতে না পারিয়া খেলাফতের বরকত সমূহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

(৫) পরিশেষে হযরত খলিফাতুল মসীহ আউয়াল (রাঃ)-এর ঈদুল ফেতরের খুতবার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, যাহা হুজুর (রাঃ) মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব এবং তাহার মতাদর্শী আঞ্জুমানের কতিপয় সভ্যের কোন একটি বিষয়ের উপর হুজুর (রাঃ)-এর সহিত মতানৈক্য প্রসঙ্গে প্রদান করিয়াছিলেন : "হযরত সাহেব (আঃ)-(হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)—অনুবাদক) এর রচনাবলীর মধ্যে মা'রেফতের একটি গুঢ় তত্ত্ব কথা আছে যাহা, তোমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। যাহাকে খলিফা বানাইবার ছিল, তাহার ব্যাপার তো খোদাতায়ালার নিকট সোপর্দ করিয়া দেওয়া হইল এবং অন্য দিকে চৌদ্দ ব্যক্তিকে (সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সভ্যগণ—উদ্ধৃতদাতা) বলিলেন, তামরা সমষ্টিগতভাবে খলিফাতুল মসীহ। তোমাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং সরকারের দৃষ্টিতেও উহা চূড়ান্ত। অতঃপর ঐ চৌদ্দজনকেই একত্র করিয়া এক ব্যক্তির হাতে বয়াত করাইয়া তাঁহাকে নিজেদের খলিফা মান্য করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং এই ভাবে তোমাদিগকে একতাবদ্ধ করা হইয়াছে।

আমার খেলাফতের উপর কেবল চৌদ্দজনই নহে বরং সমগ্রজাতির সম্মিলিত ঐক্যমত স্থাপিত হইয়াছে। এখন যে ঐ সর্ববাদী সম্মিলিত ঐক্যমতের বিরুদ্ধাচরণ করিবে সে খোদাতায়ালার বিরুদ্ধাচরণ করিবে - - - - - এখন যদি এই অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরন কর, তবে "ফাআকাবাহুম নেফাকান ফি কুলুবিহিম" (পরিনামে তাহাদের হৃদয় কপটতাপূর্ণ করা হইল) আয়াতের সাক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে - - - আমি এই সকল লোকদের জামাত হইতে পৃথক করিতেছি না, হয়ত তাহারা বুঝিতে সক্ষম হইবে। পুনরায়, তাহারা যেন বুঝে। পুনরায়, তাহারা যেন বুঝে।"

এই খোতবাতে তিনি আবার বলিলেনঃ "কতিপয় লোক বলে যে আমরা আপনার সম্পর্কে নহে, বরং পরবর্তী খলিফার অধিকার এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। কিন্তু তোমরা কেমন করিয়া জানিলে যে তিনি আবুবকর এবং মীর্যা সাহেব (আঃ) অপেক্ষাও প্রসারিত হইয়া আসিবেন না ?"

(ঈদুল ফিতরের খোতবা—বদর, ১১ই অক্টোবর, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ)

এই সকল বর্ণনা হইতে ইহাই প্রকাশিত হয় যে, হযরত খলিফাতুল মসীহ আউয়াল (রাঃ)-এর দৃষ্টিতে খেলাফতের অতি উচ্চ মোকাম ও মর্য্যাদা রহিয়াছে। খলিফা পার্থিব আঞ্জুমনের প্রেসিডেন্টের মত নহে। তিনি এক আনুগত্যভাজন আধ্যাত্মিক ইমাম যাঁহার আনুগত্য ও অনুবর্ত্তীতায় খোদাতায়ালার সন্তুষ্টি লাভ হয় এবং যাঁহার বিরুদ্ধাচরণ আল্লাহতায়ালার অসন্তুষ্টির কারণ হয়। আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে খেলাফতের মোকাম বুঝিবার তৌফিক দান করিতে থাকুন, আমিন।

অনুবাদঃ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

সকল কল্যাণ ও আশিস খেলাফতে নিহিত

সৈয়দনা হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ আঃ)

"হে বন্ধুগণ! আমার আখেরী নসিহত এই যে, সমস্ত কল্যাণ ও বরকত খেলাফতে নিহিত রহিয়াছে। নবুওত একটি বীজ বপন করে, যাহার পর খেলাফত উহার 'তাসির' ও প্রভাবকে দুনিয়ায় ছড়াইয়া দেয়। তোমরা 'খেলাফতে হাক্কা'-কে মজবুতীর সহিত ধর এবং উহার আশিস ও বরকতের দ্বারা জগতকে উপকৃত কর, যাহাতে খোদাতায়ালা তোমাদের উপর দয়া ও রহমত বর্ষণ করেন, এবং তোমাদিগকে এই জাহানেও উন্নত করেন এবং সেই জাহানেও সম্মানিত করেন। আমরণ নিজেদের ওয়াদা পূণ করিয়া যাও। আমার সন্তানদিগকেও এবং হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর সন্তানদিগকেও তাঁহাদের খান্দানের অঙ্গীকার স্মরণ করাইতে থাক। আহ্মদীয়তের মোবাল্লেগগণ যেন ইসলামের সাচ্চা সিপাহী সাব্যস্ত হন এবং এই দুনিয়াতে খোদায়ে কুদ্দুসের কর্মচারী বৃন্দে পরিণত হন।"

—(আল-ফযল, ২০শে মে, ১৯৫৯ইং)

(অনুবাদঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ)

বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লার প্রথম বার্ষিক এজতেমায় শ্রদ্ধেয় জনাব আমীর সাহেবের

উদ্বোধনী ভাষণ

গত ৫-৫-৭৪ইং তাং বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর জনাব মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লার ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম বার্ষিক এজতেমায় উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। এই ভাষণটি প্রত্যেক আহমদী মাতা ও ভগ্নির জন্য খুবই প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বাংলাদেশের সব মাতা ও ভগ্নি যেন এই ভাষণ হইতে ফায়দা হাসিল করিতে পারেন, তজ্জন্য আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব হুবহু তুলিয়া ধরিলাম।

তাশাহুদ ও তয়াউয এবং কোরআন পাঠের পর শ্রদ্ধেয় আমীর সাহেব সকল উপস্থিত লাজনার সদস্যকে সম্বোধন করিয়া বলেনঃ— আমার উপস্থিত মা ও বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আজ বাংলাদেশ লাজনার এই প্রথম বাৎসরিক এজতেমার আয়োজন আল্লাহতায়ালা বাবরকত করুন। আমীন! আপনারা যে উদ্দেশ্য সামনে রাখিয়া কাজে অগ্রসর হইবেন সেই বিষয়ে আজ আমি আপনাদেরকে কয়েকটি কথা বলিতে চাই। হযরত খলিফাতুল মসীহ সানি (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আহমদী মেয়েদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের যদি ইসলাহ হয় এবং ধর্মীয় কাজে মনযোগী হয় ও আগাইয়া আসে, তবেই জমাতের উন্নতি তাড়াতাড়ি সম্ভব। কেননা আল্লাহতায়ালা মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া দিয়াছেন। যথা—স্ত্রী ও পুরুষ। স্ত্রী হইল মাতাগণ, পুরুষ হইল পিতাগণ। আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। মাতা এবং পিতার সম্মিলিত চেষ্টা ও সহযোগীতায় তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ সঠিক পথে পরিচালিত হয়।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, তালিম ও তরবিয়তের মাধ্যমে মাতা পিতা নিজ সন্তান সন্ততিকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারেন। কাজেই হাদিসের শিক্ষা অনুযায়ী আপনারা সব আহমদী মাতাগণ নিজ সন্তান-সন্ততিকে ধর্মীয় তালীম সহ সকল বিষয়ে আদর্শ শিক্ষা দান করিবেন। সন্তান-সন্ততিকে সব ভাল শিক্ষা দেওয়া আসল দায়িত্ব হইল মাতার। কেননা হাদীস শরীফে আছে, একবার রসুলে পাক (সাঃ)-কে একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন যে, "ইয়া রসুলাল্লাহ! সন্তানের জন্য ভাল সহচর কে"? উত্তরে রসুল করিম (সাঃ) বলিয়াছিলেন, তাহাদের মাতা। তিনি জিজ্ঞাসা

করিলেন, তারপর কে? তিনি বলিলেন, তারপর তাহাদের মাতা। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপর কে? রসুল করিম (সাঃ) বলিলেন, তারপরও তাহাদের মাতা। তিনবার একই মাতার কথা হইতে ইহা সুস্পষ্টঃ বুঝা যাইতেছে যে, মাতাই হইতেছেন সন্তানের জন্য সব চাইতে উৎকৃষ্ট সাথী। কেননা জন্মের পর হইতেই সন্তান নিজ মাতার সংগ লাভ করে। মাতাই সন্তানের লালন পালন করিয়া থাকে। সন্তানের প্রায় সব কাজই মাতা নিজে করে। কাজেই সন্তানের উপরে মাতার সব ভাল ও খারাপ গুণগুলি আসর করে। তাহাদের মনের মধ্যেও রেখাপাত করে। আদর্শ মাতা যদি তার সন্তান সন্ততিকে সঠিক তালিম তরবিয়তের মাধ্যমে ভাল শিক্ষায় শিক্ষিত করেন, তবে সেই সন্তান হইবে দশের, দেশের এবং গোটা জাতির গৌরব ও আদর্শ। হযরত বায়েজিদ বোস্তামীকে তাঁহার একজন সহচর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি কি ভাবে এত বড় দরজা লাভ করিতে পারিয়াছেন? তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'আমার মাতার জন্য, ওলীরা যেখানে বেলায়ত শেষ করিয়াছেন, আমার মাতা আমাকে সেইখানে প্রথম স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন।' তিনি দুইবার মেরাজ লাভ করেন। ইহা দ্বারা আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন যে মায়ের দ্বারা অনেক কিছু করা সম্ভব। কাজেই আপনারা আহমদী মাতাগণ সব সময় সচেতন থাকিবেন, যেন কোনও খারাপ কাজ আপনাদের সন্তান গণ না করে। সব সময় ভাল কাজ করিবার উপদেশ ও তাগিদ দিবেন এবং আপনারা তাহাদের সামনে কোনো খারাপ কাজ করিবেন না। বাচ্চারা স্বভাবতঃই অনুকরণ প্রিয় হয়। আপনারা তাহাদের সম্মুখে সদা ভাল কাজ গুলি করিবেন, যাহা দেখিয়া তাহারা অনুকরণ করিবে।

আমরা আহমদী মুসলমান। সুতরাং আমাদের সব শিক্ষাই হইবে কোরআন ও রসুলের আদেশ মোতাবেক। রসুল করীম (সাঃ) ইসলামের যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার মধ্যে মূল শিক্ষা হইতেছে দুইটি। যথা—(১) এতায়াতে খেলাফত এবং (২) এতায়েতে নেযাম। ইহা ইসলামের মূল শিক্ষার উৎস। কেননা খেলাফতের এতায়েত ও নেযামের এতায়াত ছাড়াই ইসলামের বিজয়, তথা সমগ্র বিশ্বে ইহার শিক্ষার বিস্তার এবং প্রচারের প্রতিষ্ঠা মোটেই সম্ভব নয়। এই এতায়াত দ্বারাই এক সময় ইসলামের বিজয় হইয়াছিল। রসুলে পাক (সাঃ) যখন জীবিত ছিলেন, সেই সময়কার একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একদিন তিনি মসজিদে খোতবা দিতেছিলেন। খোৎবা শুনিবার জন্য লোকের ভীড় হইয়াছিল অত্যাধিক। সেই সময় Loud Speaker এর ব্যবস্থা ছিলনা। কাজেই পিছনে যাহারা ছিল তাহারা ভালমত শুনিতে পারিতেছিল না। সকলেই দাড়ানো অবস্থায় ছিল। রসুল করিম (সাঃ) তাই মসজিদে সকলের উদ্দেশ্যে বলিলেন, "তোমরা যে যেখানে আছ,

সেইখানে বসিয়া পড়।" সকলেই তাহা করিল। এদিকে একজন সাহাবী মসজিদের উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী এক গলির মধ্যে দিয়া আসিতেছিলেন। রসুলে পাক (সাঃ)-এর এই আদেশ তাঁহার কানে পৌঁছিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানেই বসিয়া পড়িলেন এবং সেখান হইতে বসা অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়া মসজিদের দিকে আগাইতে লাগিলেন। একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এই ভাবে কেন যাইতেছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, রসুলের আদেশ আমার কানে পৌঁছিয়াছে বসিয়া পড়িবার জন্য, তাই আমি বসিয়া গিয়াছি। সেই ব্যক্তি বলিল, "সেই আদেশতো মসজিদের লোকেদের জন্য"। তিনি বলিলেন, 'তাহা আমি কি ভাবে বুঝিব? আল্লাহতায়ালা কোরআনে নির্দেশ দিয়াছেন, "ওয়া আতি উল্লাহা ওয়া অতিউর রাসুলা ওয়াউলিল আমরে মিনকুম।" আমি সেই নির্দেশ মতই কাজ করিয়াছি। যদি আমার এখন মৃত্যু হইয়া যায় এমতাবস্থায় মৃত্যুর পর যখন আল্লাতায়ালা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন দুনিয়াতে আমি তাঁহার রসুল এবং তাঁহার নেজামের এতায়ত করিয়াছি কিনা, তখন আমি কি জওয়াব দিব? কারণ রসুল করীম (সাঃ)-এর শেষ যে আদেশ আমার কানে পৌঁছিয়াছিল, উহা ছিল, বসিয়া যাও।' এই ঘটনা দ্বারা আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন যে, এতায়তের গুরুত্ব কতখানি। রসুল করীম (সাঃ) মুসলমানগণকে এই এতায়তের দ্বারাই একত্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান জমানায় মুসলমানদের মধ্যে সেই এতায়ত নাই বলিয়াই আজ তাহারা বহু হইয়াও দুর্বল।

আল্লাহতালার অপার অনুগ্রহ যে তিনি উম্মতে মোহাম্মদীয়াতে পুনঃরায় ইসলামী একতা সঞ্জীবিত করিবার জন্য এই জামানায় হযরত মসিহে মাউদ (আঃ)-কে পাঠাইয়াছেন। আহমদীগণই সেই ইসলামের খেলাফত ও নেযামের এতায়ত দ্বারা পুনরায় ইসলামের একতাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে। তাই সকল আহমদীকে সর্বদা জিকরে এলাহীতে রত থাকিতে হইবে। নিজেদের মধ্যে যদি বা কোন ত্রুটি থাকে তবে তাহার জন্য পরস্পর সমালোচনা না করিয়া এস্তেগফার পড়িতে থাকিবে এবং ইসলামের জন্য দোয়া করিতে থাকিবে। হযরত আকদাস খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) সকল আহমদীকে কোরান পাঠের তাগিদ দিয়াছেন। কেননা কোরআন শরীফের তালীম মহা চুম্বক বিশেষ। যে ইহার শিক্ষা গ্রহণ করিবে সেও অনুরূপ চুম্বক স্বরূপ হইবে এবং পার্শ্ববর্তী সকলকে আকর্ষণ করিবে। ইহা পাঠে ঐশী ও রূহানী শক্তিলাভ হয়। তাই দুনিয়ার বাহ্যিক সুখ বিসর্জন দিয়া কোরআনের শিক্ষার আলোকে আলোকিত হইতে আপনারা সমবেত হউন। এই শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে কায়েম করিতে আগাইয়া আসুন।

জমাত হইতে এখন জেহাদের ঘোষণা করা হইয়াছে। এই জেহাদ অস্ত্রের জেহাদ বা শক্তির

জেহাদ নহে। ইহা হইতেছে বর্তমান সকল সামাজিক রসুমাতকে ত্যাগ করিবার জেহাদ, বাজে কাজ হইতে সময় বাচানোর জেহাদ এবং কম খরচের জেহাদ। লাজনা এমাউল্লাহ এই জেহাদকে সাফল্যময় করিবার পথে সম্পূর্ণ সচেষ্ট হইলেই ইহা সফল হইবে। আপনারা সেইভাবে কাজ করিতে থাকুন। ইহার মূল চাবিকাঠি আপনাদেরই হাতে।

আহমদী ছেলে ও মেয়েরা যেন জামাতের বাহিরে বিবাহ না করে সেই দিকে আপনাদেরকে শক্ত হইতে হইবে। এই দায়িত্ব পুরাপুরি আপনাদের উপরেই ন্যাস্ত। আহমদীগণ ইসলামের খেদমতে নিবেদিত প্রাণ। সুতরাং ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত আহমদীগণ কখনও জামাতের বাহিরে বিবাহ করিতে পারে না। আপনারা নিজ নিজ সন্তান গণের মধ্যে এই অনুভূতি গড়িয়া তুলিবেন।

বর্তমান অবস্থায় Co-education কুশিক্ষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আহমদী ছেলেমেয়েদেরকে জামাত হইতে Co education-এ শিক্ষা লাভ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। পার্থিব শিক্ষার সংগে আপনারা, সন্তানগণকে ধর্মীয় শিক্ষা, যেমন কোরআন পাঠ, হাদিস পাঠ, মসিহ্ মাউদ (আঃ) এর লেখা বই এবং জামাতের অন্যান্য বই পাঠে শিক্ষা দিবেন; এই সব পাঠের অভ্যাস গঠন করাইবেন। নিজেরা সেই দিকে খেয়াল রাখিবেন। এই ভাবে যদি পার্থিব শিক্ষার সংগে সংগে ধর্মীয় শিক্ষা দিয়া যান, তবেই তাহারা জামাতের জন্য প্রকৃত স্তম্ভ স্বরূপ হইবে। এই সব দায়িত্ব যদি আপনারা অর্থাৎ লাজনা এমাউল্লাহ্ ঠিকমত পালন না করেন, তবে আল্লাহ্তায়ালার কাছে তাহার জবাবদিহি করিতে হইবে।

আহমদী জামাতের মেয়েদের পর্দা সম্বন্ধে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ১৯৫২ সনে এক খোতবায় নির্দেশ দিয়াছিলেন যদি কোন আহমদী মেয়ে বেপর্দায় চলে, তবে তোমরা তাহাদের সংগে সম্পর্ক রাখিও না। এবং তাহাদিগের সহিত সালাম কালাম করিও না। পর্দার ভিতরে থাকিয়াও আহমদী মেয়েরা সব কাজ করিতে পারে। লাজনা এমাউল্লার সংগঠনই তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন। আহমদী মেয়েরা সংখ্যায় কম হইলেও তাহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য কম নয়। ইনশাআল্লাহ এই কম সংখ্যক মেয়েরাই অন্য সব সংখ্যায়-বেশী মেয়েদের চাইতে অনেক বেশী মনের শক্তি এবং কার্য্যক্ষমতার অধিকারীনী। আপনারা নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ রাখিয়া ভাল ভাবে কাজ করিয়া যান। আল্লাহতায়ালা আপনাদের সেই কাজে বর্কত দান করিবেন। খোদা চাহেত তখন আহমদী জামাতের তথা ইসলামের বিজয় সহজতরহইবে। আল্লাহতায়ালা আপনাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন। আমীন।

সংকলনঃ মিসেস মাকসুদা এস, রহমান
সেক্রেটারী,
বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহ্, ঢাকা।

চট্টগ্রামে সিরাতুন নবির জলসা

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফযলে গত ১৯শে মে রোজ রবিবার আঞ্জুমানে আহমদীয়া চট্টগ্রামের উদ্যোগে বিশেষ জাকজমক পূর্ণ ভাবে সিরাতুন্নবী দিবস উদযাপন করা হয়। সভায় বহু গয়ের আহমদী বন্ধুকে আমন্ত্রন জানানো হয়েছিল এবং তাঁদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রাম জামাত ছাড়াও বাহিরের জামাত হইতে আহমদী ভায়েরা উক্ত সভায় শামেল হয়েছিলেন। জামাতের আতফাল, খোদ্দাম, আনসার, নাসেরাত ও লাজনা এমাউল্লাহ সহ সকল সভ্য উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা হইতে সদর মুরুব্বি জনাব আহমদ সাদেক মাহমুদ ও জনাব শাহ মোস্তাফিজুর রহমান সাহেব উক্ত দিবসে বক্তৃতা করেন। স্থানীয় জমাতের প্রেসিডেন্ট জনাব জি; এ; খান সভাপতিত্ব করেন। কোরআন পাক তেলাওয়াত করেন জনাব সৈয়দ শামছুল আলম সাহেব। উদ্বোধনী বক্তৃতা করেন জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব। অতঃপর প্রথম বক্তৃতা দান করেন সদর মুরুব্বি মুহিবুল্লাহ সাহেব। তাঁর বক্তৃতার বিষয় বস্তু ছিল জিন্দা নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় হযরত মসীহে মওউদ (আঃ) এর দৃষ্টিতে তথা আহমদী জামাতের দৃষ্টিতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যে একমাত্র জিন্দা নবী সে সম্বন্ধে বহু তথ্য পেশ করেন।

জনাব মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেবের বক্তৃতার বিষয় বস্তু ছিল পূর্ণ আদর্শ মানব হিসাবে হযরত রসুল করীম (সাঃ) হযরত নবী পাক (সাঃ) -এর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় আলোকপাত করেন। অতঃপর শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব মুকামে-মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এবং জামাতে আহমদীয়ার দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিশ্ব নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাঃ আলাইহে ওয়া সাল্লামের মোকাম সম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদীগণের মিথ্যা ধারনা খণ্ডন করিয়া মূল্যবান বক্তৃতা দেন। পরিশেষে জনাব জি, এ, খান সমবেত সকল সুধী বৃন্দের শুকরিয়া আদায় করে এজতেমায়ী দোয়ার পর সভার কাজ শেষ করেন

(কভারের ২য় পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

প্রয়োজনীয়তা, উহার মোকাম ও বরকত এবং আমাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশদ আলোক পাত করিয়া সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

চট্টগ্রামঃ গত ২৬শে মে রোজ রবিবার আঞ্জুমানে আহমদীয়া চট্টগ্রামে জনাব জি, এ, খানের সভাপতিত্বে খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়।

সভায় তালাওয়াত ও নজম পাঠ করেন জনাব সৈয়দ শামছুল আলম ও নয়ীম তাহভীয সাহেব। বক্তৃতা করেন জনাব মৌঃ মুহিবুল্লা সাহেব' প্রফেসর মোঃ আবুল খালিদ ও জনাব নুরুদ্দীন আহমদ সাহেব। খেলাফতের প্রয়োজনীয়তা, খেলাফতের অবদান ও খেলাফতের বৈশিষ্ট ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়।

সভাপতির ভাষণ দান করেন জনাব জি, এ, খান সাহেব। দোয়ান্তে সভার কাজ শেষ করা হয়।

তেমনি ভাবে আরও বহু জামাতে উক্ত দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত উদযাপিত হয়।

আজিকার ধর্মহারা অশান্ত পৃথিবীকে পুনরায় শান্তিময় ধর্মের পথে আহ্বানকারী—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর, তাঁর পবিত্রাত্মা খলিফাগণের ও তাঁর পূণ্যাত্মা অনুসারীগণের লেখা পাঠ করুন :—

The Introduction to the Commentary of the Holy Qur'an		Tk.	8.00
The Philosophy of the Teachings of Islam	Hazrat Ahmed (P.)	,,	2.00
Jesus in India	,,	,,	2.50
Ahmadiyyat—The True Islam	Hazrat Mosleh Maood (R)	,,	8.00
Invitation to Ahmadiyyat	,,	,,	8.00
The New World Order	,,	,,	3.00
The Economic Structure of Islamic Society	,,	,,	2.50
Islam and Communism	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	,,	0.62
The Preaching of Islam	Mirza Mubarak Ahmed	,,	0.50
কিশতিয়ে নূহ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)	টাকা	১.২৫
শান্তির বার্তা	,,	,,	১.০০
ধর্মের নামে রক্তপাত	মির্যা তাহের আহ্‌মদ	,,	২.০০
আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব	মৌলভী মোহাম্মদ	,,	১.০০
ইসলামেই নব্‌য়াত	,,	,,	০.৫০
ওফাতে ঈসা (আঃ)	,,	,,	০.৫০

ইহা ছাড়া :—

বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের উপরে লিখিত নানাবিধ পুস্তক ও গ্রন্থসমূহ এবং বিনামূল্যে দেওয়ার মত অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচার পত্র। ১৷৷০ দেড় টাকার ডাক টিকেট পাঠাইলে পুস্তক পাঠান যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান :

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

৪ নং বকসী বাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.